আমোস

১ আমোসের বাণী, যিনি তেকোয়ার রাখালদের একজন। তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে এবং
যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে, ভূমিকম্পের দু' বছর আগে, ইস্রায়েল সম্বন্ধে
নানা দর্শন পান।

ভূমিকা

২ তিনি বললেন :
প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন ;
রাখালদের চারণভূমি উৎসন্ন হয়ে পড়েছে,
কার্মেলের পর্বতচূড়া শুষ্ক হয়ে গেছে।

নিকটবর্তী দেশগুলো ও ইস্রায়েলেরও বিরুদ্ধে দৈববাণী

৩ প্রভু একথা বলছেন :
দামাস্কাসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা লৌহ শস্যমাড়াইযন্ত্রে গিলেয়াদকে মাড়াই করেছে।
৪ আমি হাজায়েল-কুলের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বেন্-হাদাদের সমস্ত প্রাসাদ !
৫ আমি দামাস্কাসের অর্গল ভেঙে ফেলব,
বিকাথ-আবেনের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে বেথ্-এদেনের রাজদণ্ড,
এবং আরামের লোকদের কিরে দেশছাড়া করা হবে ;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

৬ প্রভু একথা বলছেন :
গাজার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা এদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
বহু বহু জাতিকে দেশছাড়া করেছে ;
৭ আমি গাজার নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ !
৮ আমি আসদোদের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে আস্কালোনের রাজদণ্ড ;
আমি এক্রোনের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব,

তখন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছে,
তারাও বিনষ্ট হবে ;—একথা বলছেন প্রভু পরমেশ্বর।

৯ প্রভু একথা বলছেন :
তুরসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা ভ্রাতৃসন্ধি স্মরণ না করে
এদোমের হাতে বহু বহু বন্দিকে তুলে দিয়েছে ;
১০ আমি তুরসের নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ !

১১ প্রভু একথা বলছেন :
এদোমের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ সে খড়্গ দ্বারা তার আপন ভাইয়ের পিছনে ধাওয়া করেছে,
তার প্রতি একটুও করুণা দেখাতে অস্বীকার করেছে ;
বরং ক্রোধ নিত্যই জাগিয়ে রেখেছে,
অন্তরে কোপ নিরন্তর পোষণ করেছে ;
১২ আমি তেমানের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বস্রার সমস্ত প্রাসাদ !

১৩ প্রভু একথা বলছেন :
আম্মোনীয়দের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তাদের চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ নিজেদের সীমানা বিস্তারিত করার জন্য
তারা গিলেয়াদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করেছে ;
১৪ আমি রাব্বার নগরপ্রাচীরে আগুন ধরাব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ—
এমন শব্দের মধ্যে, যা যুদ্ধের দিনে রণনিনাদের মত,
যা ঝড়ো বাতাসের দিনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত ;
১৫ তাদের রাজা নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
সে ও তার সঙ্গে তার নেতা সকলেও চলে যাবে ;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

২ প্রভু একথা বলছেন :
মোয়াবের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ এদোমের রাজার হাড় চুনে পুড়িয়ে দিয়েছে ;

২ আমি মোয়াবের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে কেরিয়োতের সমস্ত প্রাসাদ,
এবং রণনিনাদ ও তুরিধ্বনির মধ্যে
মোয়াব সেই কোলাহলে প্রাণ ত্যাগ করবে;
৩ তার মধ্য থেকে আমি বিচারকর্তাকে উচ্ছেদ করব,
তার সকল জনপ্রধানকেও সংহার করব তার সঙ্গে;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

৪ প্রভু একথা বলছেন:
যুদার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা প্রভুর নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করেনি,
বরং তাদের পিতৃপুরুষেরা যার অনুগামী হয়েছিল,
তারাও সেই মিথ্যা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে;
৫ আমি যুদার উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে যেরুসালেমের সমস্ত প্রাসাদ!

৬ প্রভু একথা বলছেন:
ইস্রায়েলের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা রুপোর বিনিময়ে ধার্মিককে,
ও এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে নিঃস্বকে বিক্রি করে দিয়েছে;
৭ তারা দুর্বলদের মাথা ধুলায় মাড়িয়ে দেয়,
ও বিনম্রদের পথ বাঁকায়;
পিতা সন্তান দু'জনে একই যুবতীর কাছে যায়,
আর তাই করে আমার পবিত্র নাম কলুষিত করে।
৮ বন্ধকী কাপড় পেতে তারা যত বেদির কাছে শুয়ে থাকে,
জরিমানা হিসাবে পাওয়া আঙুররস
নিজেদের পরমেশ্বরের গৃহেই পান করে।
৯ অথচ আমিই তাদের সামনে সেই আমোরীয়কে উচ্ছেদ করেছিলাম,
যে এরসগাছের মত উচ্চ ছিল, যার শক্তি ছিল ওক্ গাছের মত;
আমিই ঊর্ধ্বে তার ফল ও নিচে তার মূল উচ্ছেদ করেছিলাম।
১০ সেই আমোরীয়ের দেশ তোমাদের আপন অধিকারে দেবার জন্য
আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম,
ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম।

[১১] আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম,
তোমাদের যুবকদের মধ্যে ঘটিয়েছিলাম নাজিরীয়দের উদ্ভব।
হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এ কি সত্য নয়?—প্রভুর উক্তি।
[১২] কিন্তু তোমরা নাজিরীয়দের পান করিয়েছ আঙুররস,
নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: "নবীয় বাণী দিয়ো না।"
[১৩] দেখ, গমের আটির ভারে গাড়ি যেমন চেপটে যায়,
আমি তেমনি তোমাদের জায়গায়ই তোমাদের চেপটিয়ে দেব।
[১৪] তখন দ্রুতগামীর পালাবার উপায় ছিন্ন হবে,
শক্তিশালী নিজের শক্তি লাগাবার উপায় পাবে না,
বীরযোদ্ধা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না,
[১৫] তীরন্দাজ দাঁড়াতে পারবে না,
দ্রুতগামী রক্ষা পাবে না,
অশ্বারোহীও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না।
[১৬] বীরযোদ্ধাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সাহসী,
সেও সেইদিন উলঙ্গ হয়ে পালাবে!—প্রভুর উক্তি।

মনোনয়ন ও শাস্তি

৩ হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন,
যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন,
—মিশর দেশ থেকে যাকে আমি বের করে এনেছি,
সেই গোটা গোত্রের বিরুদ্ধে যা উচ্চারণ করেছি—:
[২] পৃথিবীর সমস্ত গোত্রগুলোর মধ্যে
কেবল তোমাদেরই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি;
এজন্য তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।

নবীয় ভূমিকা

[৩] একমত না হলে দু'জন কি একসঙ্গে চলে?
[৪] শিকার না থাকলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জন করে?
কিছু না ধরলে আস্তানায় যুবসিংহ কি হুঙ্কার তোলে?
[৫] ফাঁদ না পাতলে পাখি কি ফাঁসে আবদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে?
কিছু ধরা না পড়লে মাটি থেকে কি ফাঁদ ছোটে?
[৬] শহরের মধ্যে তুরি বাজলে লোকেরা কি কম্পিত হয় না?
প্রভু না ঘটালে শহরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?
[৭] সত্যি, তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে
নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে
প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না।

৮ সিংহ গর্জন করল : কে না ভয় পাবে?
প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

৯ আসদোদের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে,
মিশর দেশের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে
তোমরা একথা স্পষ্ট করে শোনাও :
সামারিয়ার পাহাড়পর্বতের উপরে জড় হও,
আর লক্ষ কর, তার মধ্যে কেমন কোলাহল,
তার বুকে কেমন অত্যাচার!
১০ ন্যায়াচরণ যে কি, ওদের তেমন বোধ নেই,
—প্রভুর উক্তি—
নিজেদের প্রাসাদগুলিতে তারা অত্যাচার ও শোষণ জমায়।
১১ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
এক শত্রু উপস্থিত! দেশ চারদিকে ঘেরা!
তোমা থেকে তোমার প্রতাপ নামিয়ে দেওয়া হবে,
লুণ্ঠিত হবে তোমার সমস্ত প্রাসাদ।
১২ প্রভু একথা বলছেন :
সিংহের মুখ থেকে যেমন রাখাল দু'টো পা
বা কানের লতি উদ্ধার করে,
তেমনি উদ্ধার পাবে সেই ইস্রায়েল সন্তানেরা,
যারা সামারিয়ায় শয্যার এক কোণে বা খাটের কম্বলে বসে আছে।
১৩ তোমরা শোন, ও যাকোবকুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান কর,
—প্রভু ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরের উক্তি—
১৪ আমি যেদিন ইস্রায়েলকে তার সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের প্রতিফল দেব,
সেইদিন বেথেলের যত যজ্ঞবেদিকেও প্রতিফল দেব :
বেদির শৃঙ্গগুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়বে।
১৫ আমি শীতকালীন আবাস ও গ্রীষ্মকালীন আবাস একসঙ্গেই আঘাত করব,
গজদন্তময় যত আবাস বিনষ্ট হবে,
বহু বহু বাসগৃহও মিলিয়ে যাবে—প্রভুর উক্তি।

সামারিয়ার স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে বাণী

৪ এই বাণী শোন, হে বাশানের যত গাভী,
যারা সামারিয়ার পর্বতে চড়ে বেড়াও,
দুর্বলকে অত্যাচার কর, নিঃস্বকে চূর্ণ কর,
এবং তোমাদের স্বামীদের বল : 'আন, পান করি।'

২ প্রভু পরমেশ্বর তাঁর আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছেন :
দেখ, তোমাদের উপরে এমন দিনগুলি আসছে,
যে দিনগুলিতে আঁকড়া দিয়ে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে,
ও তোমাদের মধ্যে বাকি সকলকে জেলের বড়শি দিয়ে ধরে টানা হবে।
৩ তোমরা সারি বেঁধে নগরপ্রাচীরের গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবে,
এবং হার্মোনের দিকে তাড়িত হবে—প্রভুর উক্তি।

অযথা ধর্মাগ্রহের বিরুদ্ধে বাণী

৪ যাও তোমরা, বেথেলে গিয়ে পাপ কর!
গিল্গালে গিয়ে আরও পাপ কর!
প্রতি প্রভাতে তোমাদের বলি ও প্রতি তিন দিনান্তে
তোমাদের দশমাংশ আন।
৫ খামিরযুক্ত খাদ্য দানে ধন্যবাদ-বলিও উৎসর্গ কর,
তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যও জোর গলায়ই ঘোষণা কর,
কেননা, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তা-ই করতে তোমরা ভালবাস
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

জেদি ইস্রায়েল

৬ অথচ আমি শহরে শহরে খালি মুখে,
ও গ্রামে গ্রামে বিনা রুটিতে তোমাদের ফেলে রেখেছি :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
৭ শস্যকাটার তিন মাস আগে তোমাদের বর্ষাও দিতে
আমি অস্বীকার করলাম ;
এক শহরে বৃষ্টি ও অন্য শহরে অনাবৃষ্টি ঘটালাম ;
এক জমি জলসিক্ত হত, অন্য জমি জলের অভাবে শুষ্ক হত ;
৮ জল পান করার জন্য
দু' তিন শহর টলতে টলতে অন্য শহরে যেত,
কিন্তু পিপাসা মেটাতে পারত না :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
৯ আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাদের আঘাত করলাম ;
তোমাদের বাগান ও আঙুরখেত শুকিয়ে দিলাম,
শুঁয়াপোকা তোমাদের ডুমুরগাছ ও জলপাইগাছ সবই গ্রাস করল :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
১০ তোমাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করলাম,
যা মিশরের সেই মহামারীর মত ;
তোমাদের যুবকদের খড়্গের আঘাতে সংহার করলাম,

আর সেইসঙ্গে তোমাদের যত ঘোড়াকেও কেড়ে নেওয়া হল ;
তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাকে পর্যন্তই প্রবেশ করালাম :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
১১ পরমেশ্বর যেমন সদোম ও গমোরা উৎপাটন করেছিলেন,
তেমনি তোমাদেরও আমি উৎপাটন করলাম ;
তোমরা ছিলে যেন দাহ থেকে উদ্ধার করা আধপোড়া কাঠের মত :
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।

১২ এজন্য, হে ইস্রায়েল, আমি ঠিক এইভাবে
তোমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছি ;
আর যেহেতু তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি,

সেহেতু, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও !
১৩ কেননা দেখ, যিনি পাহাড়পর্বতের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা ;
যিনি মানুষের কাছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন,
উষা অন্ধকার দু'টোই গড়ে তোলেন
ও পৃথিবীর উঁচুস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করেন :
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, এ-ই তাঁর নাম।

ইস্রায়েলের উপরে বিলাপ

৫ এই বাণী শোন, যা আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি ;
হে ইস্রায়েলকুল, তা একটা বিলাপগান :

২ ইস্রায়েল-কুমারী পড়েছে, সে আর কখনও উঠবে না,
সে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে ওঠাবার মত কেউ নেই।
৩ কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
যে শহর যুদ্ধে হাজার লোক পাঠাত,
তার কেবল একশ'জন লোক থাকবে ;
আর যে শহর শতজন লোক পাঠাত,
তার কেবল দশজন লোক থাকবে
—ইস্রায়েলকুলের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য।

মনপরিবর্তন না থাকলে পরিত্রাণ নেই

৪ কারণ প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলকুলকে একথা বলছেন :
আমার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা বাঁচবে।
৫ কিন্তু বেথেল অন্বেষণ করো না,
গিল্গালে যেয়ো না,
বের্শেবাতে তীর্থযাত্রা করো না ;

কেননা গিল্গাল নির্বাসিত হতে যাচ্ছে,
আর বেথেল তার নিজের শঠতায় পতিত হচ্ছে।
৬ প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে বাঁচবে,
নইলে তিনি যোসেফ-কুলে আগুনের মত নেমে পড়ে তা গ্রাস করবেন,
আর বেথেলে সেই অগ্নিশিখা নিভাবে এমন কেউই থাকবে না।
৭ তারা সুবিচার নাগদানায় পরিণত করছে,
ধর্মিষ্ঠতা ভূমিসাৎ করছে।
৮ যিনি কৃত্তিকা ও কালপুরুষের নির্মাতা,
যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে
এবং দিন অন্ধকারময় রাত্রিতে পরিণত করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন:
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
৯ তিনি দৃঢ়দুর্গের উপরে সর্বনাশ নামিয়ে আনেন,
সুরক্ষিত নগরীর উপরে সর্বনাশ ডেকে আনেন।

১০ নগরদ্বারে যে সদুপদেশ দেয়, তাকে তারা ঘৃণা করে;
সত্য অনুযায়ী যে কথা বলে, সে তাদের বিতৃষ্ণার পাত্র!
১১ যেহেতু তোমরা অভাবীকে পায়ে মাড়িয়ে দাও,
ও তার গমের একটা অংশ জোর করে আদায় কর,
সেজন্য তোমরা খোদাই-করা পাথরে বাড়ি গেঁথে থাকলেও
সেই বাড়িতে বাস করতে পারবে না;
উৎকৃষ্ট আঙুরখেত চাষ করে থাকলেও
তার আঙুররস ভোগ করতে পারবে না,
১২ কারণ আমি জানি—তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য,
তোমাদের পাপ গুরুতম:
তোমরা ধার্মিককে উৎপীড়ন কর,
উৎকোচ আদায় কর,
বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!

১৩ এজন্য এমন সময়ে সুবিবেচক মানুষ নীরব থাকবে,
কেননা এ অমঙ্গলের সময়।

১৪ মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়,
যেন নিজেদের বাঁচাতে পার;
তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন,
যেমনটি তোমরা বলে থাক।
১৫ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস,

নগরদ্বারে ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;
কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর
যোসেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি দয়া করবেন।

[১৬] এজন্য প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যিনি,
সেই প্রভু, একথা বলছেন:
রাস্তা-ঘাটে বিলাপ হবে,
পথে পথে শোনা যাবে: হায় হায়!
কৃষককে শোক করতে ডাকা হবে,
বিলাপগানে যারা দক্ষ, তাদের বিলাপ করতে বলা হবে।
[১৭] সমস্ত আঙুরখেতে বিলাপ হবে,
কারণ আমি তোমার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

প্রভুর দিন

[১৮] তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর!
তোমাদের পক্ষে প্রভুর দিন কী হবে?
তা অন্ধকার হবে, আলো নয়।
[১৯] ঠিক যেন একজন লোক সিংহ থেকে পালায়
কিন্তু ভালুকীর সামনে পড়ে;
কিংবা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখলে সাপটা তাকে কামড়ায়।
[২০] তবে প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়?
তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?

ইস্রায়েলের উপাসনা আন্তরিক নয়

[২১] আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি,
তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
[২২] তোমরা আমার কাছে আহুতি ও অর্ঘ্য নিবেদন করলে
আমি তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করি না,
তোমাদের নধর পশুর মিলন-যজ্ঞের প্রতিও নজর দিই না।
[২৩] তোমার গানের কোলাহল আমার কাছ থেকে দূর কর,
আমি তোমার সেতারের সুর শুনতে পারি না।
[২৪] সুবিচারই বরং জলের মত প্রবাহিত হোক,
ধর্মিষ্ঠতাই চিরপ্রবাহী স্রোতের মত বয়ে চলুক।
[২৫] হে ইস্রায়েলকুল, মরুপ্রান্তরে তোমরা কি চল্লিশ বছর ধরে
আমার উদ্দেশে বলি ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করেছিলে?

[২৬] কিন্তু তোমরা তোমাদের রাজা সাক্কুৎকে
ও কিউন নামে তোমাদের সেই দেবমূর্তিকে,
তোমাদের নিজেদের জন্য গড়া সেই দেব-দেবীর তারাকেই
তোমরা কাঁধে তুলে বহন করে বেড়াচ্ছ!
[২৭] এখন আমি দামাস্কাসের ওপারে তোমাদের বন্দিদশায়ই তাড়িত করতে যাচ্ছি,
একথা বলছেন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যাঁর নাম।

নিশ্চিন্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বাণী

৬ ধিক্ তাদের, যারা সিয়োনে নিশ্চিন্তেই বসে থাকে,
তাদেরও ধিক্, যারা সামারিয়ার পর্বতে নিজেদের নিরাপদ মনে করে,
জাতিসকলের এই প্রধানার মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ,
ইস্রায়েলকুল যাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়!
[২] তোমরা কাল্নেতে একবার গিয়ে দেখ,
সেখান থেকে মহতী হামাতে এগিয়ে যাও,
পরে ফিলিস্তিনিদের সেই গাতে নেমে যাও:
তারা কি তোমাদের দুই রাজ্যের চেয়ে শ্রেয়?
কিংবা তাদের অঞ্চল কি তোমাদের অঞ্চলের চেয়ে বড়?
[৩] তোমরা মনে করছ, অমঙ্গলের দিন দূরে রাখবে,
কিন্তু অত্যাচারের আসন ত্বরান্বিত করছ।
[৪] গজদন্তময় শয্যায় শুয়ে, নিজেদের খাটের উপরে গা ছড়িয়ে
ওরা মেষপালের শাবকদের
ও গোশালায় পুষ্ট করা বাছুরগুলোকে এনে খায়।
[৫] সেতারের ঝঙ্কারে জোর গলায় গান করে থাকে,
বাদ্যযন্ত্রে দাউদের সমকক্ষ হয়ে নতুন নতুন সুর বানায়;
[৬] বড় বড় পাত্রে আঙুররস পান করে,
সেরা তেল দেহে মাখায়,
কিন্তু যোসেফের দুর্দশার জন্য চিন্তাটুকুও করে না।
[৭] এইজন্য এখন তারা নির্বাসিতদের অগ্রভাগে নির্বাসনে চলে যাবে।
হ্যাঁ, দেহলালসদের হর্ষধ্বনি মিলিয়ে গেল।

নগরী বিনাশ

[৮] প্রভু পরমেশ্বর নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন: প্রভুর উক্তি!
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর এই আমিই যাকোবের গর্ব,
কিন্তু তার যত প্রাসাদ ঘৃণা করি;
আমি নগরীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে পরের হাতে তুলে দেব।
[৯] এক ঘরে যদি দশজন রেহাই পায়, তারা মরবে;

[১০] মৃতদেহ পোড়াবার জন্য যে জ্ঞাতি তা ঘর থেকে বের করে আনবে,
যে কেউ ঘরের শেষ কোণে রয়েছে, তাকে সে জিজ্ঞাসা করবে :
'ওখানে তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আছে?'
সে উত্তর দেবে 'না!'
তাতে শোনা যাবে, 'চুপ!'
প্রভুর নাম করার জন্য আর কেউ নেই।
[১১] কেননা দেখ, প্রভু আজ্ঞা করেন,
আর তাঁর আঘাতে বড় বাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
ছোট বাড়িও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

[১২] ঘোড়া কি শৈলের উপরে দৌড়তে পারে?
কিংবা পাথুরে জায়গায় কেউ কি বলদ দিয়ে লাঙল চালাবে?
অথচ তোমরা সুবিচার বিষগাছে
ও ধর্মিষ্ঠতার ফল নাগদানায় পরিণত করেছ।

[১৩] তোমরা তো লো-দেবারে আনন্দ করেছ,
বলেছ, 'আমরা কার্নাইমের উপরে কি নিজেদের বলেই জয়ী হইনি?'
[১৪] এখন দেখ, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
এক জাতির উদ্ভব ঘটাব,—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
তারা হামাতের প্রবেশপথ থেকে আরাবার খরস্রোত পর্যন্ত
তোমাদের উৎপীড়ন করবে।

প্রথম দর্শন—পঙ্গপাল

৭ প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দ্বিতীয় ঘাস গজে ওঠার আরম্ভে,
রাজার ঘাস কাটবার পরে যে ঘাস হয়, সেই ঘাস গজার সময়ে
এক ঝাঁক পঙ্গপাল দেখা দিচ্ছিল।
[২] সেগুলো অঞ্চলের ঘাস নিঃশেষে গ্রাস করলে
আমি বললাম : 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষমা কর ;
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
[৩] এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন ;
প্রভু বললেন, 'এমনটি ঘটবে না!'

দ্বিতীয় দর্শন—আগুন

[৪] প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, দণ্ডাজ্ঞার জন্য আগুন ডাকছিলেন,

তা অতল গহ্বর গ্রাস করেছিল, এবার দেশ গ্রাস করছিল;
[৫] তখন আমি বললাম: প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও,
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
[৬] এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন;
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, বললেন, 'এমনটিও ঘটবে না।'

তৃতীয় দর্শন—ওলন

[৭] তিনি যা আমাকে দেখালেন, তা এ:
ওলন হাতে নিয়ে প্রভু ওলনের টানা তৈরী এক দেওয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
[৮] প্রভু আমাকে বললেন, 'আমোস, কী দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'একটা ওলন দেখতে পাচ্ছি।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে
একটা ওলন দিতে যাচ্ছি,
তাদের আর কখনও ক্ষমা করব না।
[৯] ইসায়াকের উচ্চস্থানগুলো ধ্বংস করা হবে,
ইস্রায়েলের যত দেবালয় ভূমিসাৎ করা হবে,
আর তখন আমি খড়্গ ধারণ করে
যেরবোয়ামের কুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব!'

বেথেল থেকে তাড়িত আমোস

[১০] বেথেলের যাজক আমাজিয়া ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন: 'আমোস ইস্রায়েলকুলের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে; দেশ তার বাণী আর সহ্য করতে পারে না, [১১] কারণ আমোস নাকি একথা বলছে: যেরবোয়াম খড়্গের আঘাতে মারা পড়বেন ও ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।' [১২] তখন আমাজিয়া আমোসকে বলল, 'হে দৈবদ্রষ্টা, চলে যাও, যুদা দেশে গিয়ে আশ্রয় নাও: সেইখানে তোমার রুটি খেতে পারবে, সেইখানে ভাববাণী দিতে পারবে; [১৩] কিন্তু বেথেলে আর ভাববাণী দিয়ো না, কারণ এ রাজকীয় পবিত্রধাম ও রাজকীয় মন্দির।' [১৪] তখন আমোস উত্তরে আমাজিয়াকে বললেন, 'আমি তো নবী ছিলাম না, কোন নবী-সঙ্ঘের সদস্যও ছিলাম না; আমি শুধু এক রাখাল ছিলাম, ও ডুমুরগাছ চাষ করতাম। [১৫] কিন্তু প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং প্রভু আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের কাছে ভাববাণী দাও।

[১৬] তাই এখন তুমি প্রভুর বাণী শোন:
তুমি নাকি বলছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাববাণী দিয়ো না,
ইসায়াক-কুলের বিপক্ষে বাণীপ্রচার করো না।

[১৭] এজন্য প্রভু একথা বলছেন,
তোমার স্ত্রী শহরের মধ্যে বেশ্যাচার করবে,
তোমার পুত্রকন্যারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তোমার জমিজমা দড়ি দিয়ে ভাগ ভাগ করা হবে,
তুমি নিজে অশুচি এক দেশভূমিতে মরবে,
এবং ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।'

চতুর্থ দর্শন—গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল

৮ প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দেখ, শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।
[২] তিনি আমাকে বললেন, 'আমোস, কি দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমার জনগণ ইস্রায়েলের শেষ পরিণাম এসেছে;
তাকে আর কখনও ক্ষমা করব না।
[৩] সেইদিন প্রাসাদের গান হাহাকার হয়ে যাবে।
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
মৃতদেহ বহু; সেইসব সব জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে। চুপ!'

শোষক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বাণী

[৪] এই কথা শোন তোমরা,
যারা নিঃস্বকে গ্রাস করছ ও দেশের দীনহীনকে নিশ্চিহ্ন করছ;
[৫] যারা বলে থাক :
'অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে?
সাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গমের ব্যবসা করা যেতে পারে?
তখন আমরা এফা লঘুভার করব ও শেকেল ভারী করব,
এবং চালাকির দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাতে পারব;
[৬] আমরা অর্থের বিনিময়ে অভাবীকে
ও এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে নিঃস্বকে কিনতে পারব।
গমের ছাঁটও বিক্রি করতে পারব!'
[৭] প্রভু যাকোবের গর্বের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন :
আমি তাদের কাজকর্ম কখনও ভুলব না।
[৮] এর জন্যই কি পৃথিবী কম্পান্বিত নয়?
তার অধিবাসী সকলে কি শোকার্ত নয়?
সমগ্র পৃথিবী কি নীল নদীর মত ফেঁপে উঠছে,
ও মিশরের নদীর মত সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার বসে যাচ্ছে?

প্রভুর দিন

[৯] সেইদিন—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত ঘটাব,
আলোর সময়েই দেশকে অন্ধকারময় করব।
[১০] তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে,
তোমাদের সমস্ত গান বিলাপে পরিণত করব;
সকলের কোমরে চটের কাপড় জড়াব,
সকলের মাথার চুল খেউরি করাব;
একমাত্র সন্তান-হারানোর শোকের মত দেশকে শোক করাব,
তার শেষকাল হবে তিক্ততার দিন!
[১১] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে,
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব;
তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।
[১২] তখন লোকে টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে,
উত্তর থেকে পুবে ঘুরে বেড়াবে,
তারা তো প্রভুর বাণীর অন্বেষণ করবে,
কিন্তু তা পাবে না।
[১৩] সেইদিন সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা
তেষ্টায় মূর্ছাতুর হবে।
[১৪] যারা সামারিয়ার পাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা বলে, 'দান! তোমার জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি!
বের্শেবা! তোমার প্রতাপময়ের জীবনের দিব্যি!'
তাদের সকলের পতন হবে, আর কখনও উঠতে পারবে না।

পঞ্চম দর্শন—মন্দির পতন

৯ আমি প্রভুকে দেখলাম: তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
তিনি বললেন,
'স্তম্ভের মাথায় এমন আঘাত হান,
যেন দরজার চৌকাটের নিম্ন অংশ কাঁপে;
সকলের মাথা ভেঙে ফেল,
আর আমি খড়্গের আঘাতে বাকি সকলকে বধ করব,
যে কেউ পালাবে, সে তত দূরে পালাবে না,
যে কেউ রেহাই পাবে, তাতে তার কোন উপকার হবে না।

২ তারা খুঁড়ে খুঁড়ে পাতালে গেলেও
সেখান থেকে আমার হাত তাদের ছিনিয়ে আনবে;
তারা আকাশে উঠলেও
সেখান থেকে আমি তাদের টেনে আনব;
৩ তারা কার্মেলের পর্বতচূড়ায় গিয়ে লুকোলেও
সেখান থেকে আমি খুঁজে বের করে তাদের ধরব;
তারা আমার অগোচরে সমুদ্রতলেও গিয়ে লুকোলে
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই সাপ তাদের কামড়াবে।
৪ তারা শত্রুদের সামনে বন্দিদশায় গেলেও
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই খড়্গ তাদের বধ করবে।
আমি তাদের দিকে লক্ষ রাখব,
কিন্তু অমঙ্গলেরই জন্য, মঙ্গলের জন্য নয়!'

প্রশংসাগান

৫ প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীকে স্পর্শ করলেই তা গলে যায়,
ও তার অধিবাসী সকলে শোক পালন করে;
সমগ্র পৃথিবী নীল নদীর মত ফেঁপে উঠছে,
মিশরের নদীর মত বসে যাচ্ছে।
৬ যিনি আকাশে আপন উঁচু কক্ষ গেঁথে তোলেন
ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে তার চাঁদোয়া স্থাপন করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন;
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।

দোষীদের শাস্তি

৭ হে ইস্রায়েল সন্তানেরা,
আমার কাছে তোমরা কি ইথিওপীয়দের মত নও?—প্রভুর উক্তি।
আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে,
কাপ্তোর থেকে ফিলিস্তিনিদের,
ও কির থেকে আরামীয়দের বের করে আনিনি?
৮ দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ:
আমি পৃথিবীর বুক থেকে তা উচ্ছেদ করব;
কিন্তু তবুও যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না—প্রভুর উক্তি।
৯ কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দেব,
আর যেমন চালনিতে গম চালা হয়,

আর একটা দানাও মাটিতে পড়ে না,
তেমনি আমি সকল দেশের মধ্যে ইস্রায়েলকুলকেই চালব।
[১০] আমার আপন জনগণের সেই সকল পাপীই
খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে,
যারা বলছিল, 'অমঙ্গল আমাদের কাছে কাছে আসবে না,
না, তা আমাদের নাগাল পাবেই না।'

দাউদের রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

[১১] সেইদিন আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব,
তার সমস্ত ফাটল সংস্কার করব, তার ধ্বংসস্তূপ পুনরুত্তোলন করব,
এবং আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব,
[১২] যেন তারা এদোমের অবশিষ্ট মানুষের,
এবং যত দেশ আমার আপন নাম বহন করত,
তাদের সকলের উপরে জয়ী হতে পারে;
প্রভু, এসব কিছুর সাধক যিনি, তিনি একথা বলছেন।
[১৩] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে হালবাহক শস্যকাটিয়ের সঙ্গে,
ও আঙুরপেষক বীজবুনিয়ের সঙ্গে মিলবে;
পর্বত বেয়ে মিষ্ট আঙুররস ঝড়ে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে তা গড়িয়ে পড়বে।
[১৪] আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের ফিরিয়ে আনব;
তারা ধ্বংসিত যত শহর পুনর্নির্মাণ করে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার রস পান করবে,
বাগান চাষ করে তার ফল ভোগ করবে।
[১৫] আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের রোপণ করব,
এবং আমি তাদের যে দেশভূমি মঞ্জুর করেছি,
তা থেকে তারা আর কখনও উৎপাটিত হবে না,
একথা বলছেন প্রভু, তোমার পরমেশ্বর।